“আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে,
শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে-
এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন”

-জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

“মুজিববর্ষে বাংলাদেশের একজন মানুষও
গৃহহীন থাকবে না।”

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

মুখবন্ধ

মোঃ জহুরুল ইসলাম
জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড়

আশ্রয়ণ ২ প্রকল্প :
শেখ হাসিনার অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন মডেল

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুজিববর্ষে "বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবেনা"-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সারাদেশব্যাপী "ক" শ্রেণির অর্থাৎ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বাস স্টপেজ, রেল ষ্টেশন কিংবা ফুটপাথে যেসব ছিন্নমূল মানুষ রাত্রিযাপন করেন; রোদ, বৃষ্টি বা শীতে যাদের কোন আশ্রয় নাই-একেবারে প্রান্তিক এসব মানুষের কথা চিন্তা করুন তো। মুজিববর্ষ উপলক্ষে ১ম, ২য় ও ৩য় পর্যায়ে পঞ্চগড় জেলায় ৪৮৫০টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের কাছে ঘরসহ জমির দলিল হস্তান্তর করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের প্রতিটি মানুষকে উন্নয়নের মূলধারায় যুক্ত করা হবে। অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের এই মডেলকে বলা হয় 'শেখ হাসিনা মডেল'।

প্রিন্ট, ইলেক্ট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার ৩৩ জনের একটি টিম নিয়ে গত কিছুদিন ধরে জননেত্রী শেখ হাসিনার এই ড্রিম প্রজেক্টের পঞ্চগড়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজারের বিভিন্ন স্পষ্ট চষে বেড়িয়েছে। পরবর্তীতে----------তারিখ---------পঞ্চগড় সদর উপজেলা থেকে গণভবনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে যুক্ত হই। তিনি উপকারভোগীদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে এসব গৃহ হস্তান্তর করেন।

উপকারভোগী অনেক পরিবারের সঙ্গে আমি ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ট হয়ে কথা বলেছি। আবেগে আপ্লুত হয়ে তারা অনুভূতি প্রকাশ করেছেন, তাদের আনন্দ অশ্রু দেখেছি। মাদার অব হিউম্যানিটি শেখ হাসিনার প্রতি তাদের অকৃত্রিম ভালোবাসা আর অশেষ কৃতজ্ঞতাবোধ পর্যবেক্ষণ করি। মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মন্ত্রণালয় পঞ্চগড় জেলার বোদা ও দেবীগঞ্জ উপজেলায় আশ্রয়ণ-২ এর চলমান কাজ সরেজমিন পরিদর্শন করছেন এবং গত ২৬ এপ্রিল, ২০২২ খ্রিস্টাব্দ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট উপহার পাওয়া কতিপয় সুবিধাভোগীর ঘরে উঁকি দিয়ে খোঁজ নিয়েছেন।

বোদার মাড়েয়ায় এমন একটি সাইটে একজন সুবিধাভোগী আতিয়া বর্মন মাননীয় মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে আনন্দে বলা শুরু করলেন,

'কী আর কহিম...? কদ্দিন আগেও হামরা ছিনু পরের ভিটাত, এলা হামরা ঘরও পানু, জমিও পানু.....'

[কী আর বলবো? কয়দিন আগেও আমরা ছিলাম অন্যের বাড়িতে, এখন আমরা জমিও পেলাম...ঘরও পেলাম....!]

আসলেই তাই। কয়দিন আগেও এই মানুষগুলোর কোন ঠিকানা ছিল না, এখন নিজের জমি হয়েছে, মাথা গোঁজার জন্য প্রত্যেকে পেয়েছেন একটি একক গৃহ, হয়েছে একটি স্থায়ী ঠিকানা। আজ আবার সেই ঠিকানায় পা দিয়েছেন স্বয়ং মন্ত্রী, মন্ত্রীর সাথে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপারসহ আরো এক ডজন অতিথি।

এতো বড়ো বড়ো মেহমানের ভিড় ও ক্যামেরার ক্লিকের শব্দে প্রথমে ভড়কে গেলেন আতিয়া বর্মণের পাশে থাকা তার স্ত্রী সুমিত্রা রাণী, প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে ধাতস্ত' হলেন বেশ কিছুক্ষণ পর। মাননীয় মন্ত্রী চলে আসবেন ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে আবেগে আপ্লুত সুমিত্রা রাণি হাসিমুখ করে বললেন,

'হামাক ভাল রাখিবার জন্য এতো কিছু কল্লেন...বাবাগো.... শেখ হাছিনা...তমাহ্ও...সব্বায় যেন ভাল থাকেন...এই প্রার্থনা করুক প্রত্যেকদিন....'

(আমাদেরকে ভাল রাখার জন্য এতো কিছু করলেন, বাবাগো, শেখ হাসিনা ও আপন-ারাও যেন ভাল থাকেন এই প্রার্থনাই করি প্রতিদিন..!)

বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে ২১ বার হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে। ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট করা হয়েছে ভয়াবহ গ্রেনেড হামলা; ব্যাকআপ প্যান হিসেবে সেদিন রাইফেল দিয়ে গুলিও করা হয়। কিন্তু রাখে আল্লাহ মারে কে! আতিয়া বর্মণের পাশে থাকা তার স্ত্রী সুমিত্রা রাণীর মতো লাখ লাখ মানুষের দোয়া আর্শীবাদ শেখ হাসিনাকে রক্ষায় দুর্ভেদ্য বর্ম হিসেবে কাজ করে। জনমানুষের মঙ্গলের জন্য মহান সৃষ্টিকর্তা এসব ঘৃণ্য ও বর্বর অপচেষ্টা থেকে বাঁচিয়ে রাখেন বাংলাদেশের প্রাণভোমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে। গ্রেনেড অথবা বুলেটের কি সাধ্য আছে তাঁকে ছোঁয়ার। এই জনপদের উন্নয়ন ও কল্যাণের স্বার্থে সর্বোপরি বঙ্গবন্ধুর ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত ও সুখি সমৃদ্ধ স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে আল্লাহ তায়ালা সুস্থ রাখুক এবং দীর্ঘায়ু করুক এ প্রার্থণা করি।

ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত পঞ্চগড় : যাত্রা হল শুরু

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরেই ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী বর্তমান লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চরপোড়োগাছা গ্রামে ভূমিহীন-গৃহহীন, অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশী ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর দেশের গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসনের মতো জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো স্থবির হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘ ২১ বছর পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে বঙ্গবন্ধুর জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো পুনরায় শুরু করেন। তাই তিনি 'অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের মডেল' সামনে এনে পিছিয়ে পড়া ছিন্নমূল মানুষকে মূলধারায় আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধু কন্যা কক্সবাজার জেলার সেন্টমার্টিনে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন এবং একই বছর তিনি সারা দেশের গৃহহীন-ভূমিহীন মানুষকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শুরু করেন "আশ্রয়ণ প্রকল্প"। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে মুজিববর্ষে "বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবেনা"-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এ ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত----------তারিখের জেলা প্রশাসক সম্মেলনে জেলা প্রশাসক, পঞ্চগড় মহোদয় ১ম জেলা হিসেবে ঘোষণা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ২০২০-২১ অর্থবছরে পঞ্চগড় জেলায় ১ম পর্যায়ে ১০৫৭ জন এবং ২য় পর্যায়ে ১৩৫৯ জন মোট ২৪১৬ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে ০২ শতক জমিসহ একক গৃহ নির্মাণ করে দেওয়া হয়। পুনর্বাসিত এই ২৪১৬টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার সকলেই গৃহগুলোতে বসবাস করছে। ৩য় পর্যায়ে পঞ্চগড় সদর উপজেলায় ৬৫২ জন, বোদা উপজেলায় ৩৫১ জন, দেবীগঞ্জ উপজেলায় ৭৭০ জন, তেঁতুলিয়া উপজেলায় ৪৫০জন এবং আটোয়ারী উপজেলায় ২১১ জন মোট ২৪৩৪ জন উপকারভোগী বাছাই করা হয়েছে। জেলার ৪৩টি ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার নির্বাচনের নিমিত্ত প্রতিটি হাট বাজারে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের নিকট আবেদন আহবানপূর্বক ঢোল-সহরত ও মাইকিং করা হয়। মসজিদ, অন্যান্য উপাসনালয় ও জনসমাগমপূর্ণ স্থানে ব্যাপক প্রচারের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের নিকট আবেদন আহ্বান করা হয়। পঞ্চগড় জেলার ০৫টি উপজেলার সর্বমোট ৪৩টি ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডের সদস্য, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, গ্রাম পুলিশ ও স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তিদের সমন্বয়ে টিম গঠন করে প্রাথমিকভাবে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার বাছাই করা হয়। বর্ণিত প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত আবেদনসমূহ ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে যাচাই বাছাই করে উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রাপ্ত তালিকা পুন: বাছাইয়ের জন্য প্রত্যেক উপজেলায় কর্মরত বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাদের মাধ্যমে পুনঃ যাচাই-বাছাই করা হয়। পুনঃ যাচাই-বাছাইকৃত তালিকাসমূহ উপজেলা টাস্কফোর্স কমিটির সভায় বিস্তারিত আলোচনা শেষে সংশ্লিষ্ট উপজেলার হালনাগাদ নিরূপিত একটি চূড়ান্ত তালিকা জেলা টাস্কফোর্স কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্যগণ উপজেলা থেকে প্রেরিত তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে এবং দৈবচয়ন ভিত্তিতে পুনরায় যাচাই-বাছাই পূর্বক সরেজমিন পরিদর্শন করে পঞ্চগড় জেলাকে ৩য় পর্যায়েই ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত করার লক্ষ্যে উপজেলা ভিত্তিক কে উল্লিখিত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা চূড়ান্ত করে। উক্ত চূড়ান্ত তালিকা অনুযায়ী একক গৃহ নির্মাণের চাহিদা আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয় এবং চাহিদা অনুযায়ী বরাদ্দ পাওয়া যায়।

একটি মানবিক ও কল্যাণকামী রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সব শ্রেণি-পেশার মানুষের কল্যাণ, উন্নয়ন এবং মানবিক আচরণ। বিশ্বের উন্নত কোনো কোনো দেশ তাদের নাগরিকদের কল্যাণে কাজ করলেও অনেক সময় মানবিক হতে পারে না। কিন্তু বাংলাদেশ গত একযুগেরও বেশি সময় বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার সরকার আমাদের এই প্রিয় দেশকে একটি মানবিক, কল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করার মহতী বেশ কিছু কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছেন। এই মানবিক এবং কল্যাণকর কর্মসূচির মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ঠিকানাবিহীন, আশ্রয়হীন এবং গৃহহীন মানুষের জন্য আশ্রয়ণের ব্যবস্থা করা। একই সঙ্গে এসব মানুষের জন্য আশ্রয়ণের জন্য গৃহীত প্রকল্প এলাকায় তাদের কর্মসংস্থানে পশু পালন, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, তাদের সন্তানদের শিক্ষার জন্য স্কুল, মক্তব, মাদ্রাসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই সঙ্গে এসব এলাকায় বিদ্যুৎ, পানি, রাস্তাঘাটসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা থাকবে গৃহহীনদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর এই মহতী ও মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে আগামীতেও। তবেই আমার পাব একটি মানবিক এবং কল্যাণকর রাষ্ট্র, যা জাতির পিতার আজীবনের স্বপ্ন ছিল।

ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত পঞ্চগড়ঃ স্বপ্ন পূরণ

ছিল না কোনো স্থায়ী ঠিকানা। ছিল না নিজের কোনো জমি ও থাকার মতো ঘর। কারো ঘর থাকলেও ছিলো জীর্ণ কুটিরে কষ্টের দিন-রাত্রি। এখন আর সেই জীর্ণ কুটিরে দুর্ভোগ পোহাতে হবে না গৃহহীন মানুষগুলোর। শুধু ঘর নয়, নিজের নামে ২ শতক জমির মালিকানা হয়েছে তাদের। পূরণ হয়েছে অপ্রত্যাশিত স্বপ্ন। এ কুরবানী ঈদে পঞ্চগড় জেলার ০৫টি উপজেলায় ২৪৩৪ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার স্বপ্নের বাড়িতে উঠেছে। সেই সাথে দেশের সীমান্তবর্তী জেলা পঞ্চগড় শতভাগ ভূমিহীন ও গৃহহীন মুক্ত জেলা হিসেবে স্বীকৃতি পেতে যাচ্ছে।

তৃতীয় পর্যায় ২৪৩৪ জন ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবার পাচ্ছেন সুদৃশ্য পাকা ঘর। এসব উপকারভোগীদের বাড়ির চাবি ও জমির দলিল হস্তান্তর করা হয়েছে। এসব উপকারভোগীদের জন্য নির্মিত আবাসন স্থাপনায় রয়েছে মানসম্মত টয়লেট, জানালা, দু'কক্ষ বিশিষ্ট থাকার কক্ষ, রান্না ঘর, নিরাপদ পানির ব্যবস্থা, বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা আর সুন্দর বারান্দা। দেয়া হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ ও ইন্টারনেট সুবিধা। সবুজ শ্যামল পরিবেশে বাড়িগুলো করা হয়েছে বসবাসের নিরাপদ ঠিকানা। প্রতিবন্ধী, ভিক্ষুক ও নৃগোষ্ঠীসহ ছিন্নমূল, আশ্রয়হীন ও দুর্ভোগ পোহানো মানুষগুলো উঠেছেন প্রধানমন্ত্রীর দেয়া এসব স্বপ্নের বাড়িতে। এর আগে পঞ্চগড় জেলায় ১ম পর্যায়ে ১০৫৭ টি, ২য় পর্যায়ে ১৩৫৯টি এবং ৩য় পর্যায়ে ২৪৩৪ টি মোট ৪৮৫০টিদেয়া হয়েছে।

উপকারভোগীদের সাথে কথা বলে জানা যায়, যারা ঘর পেয়েছেন তারা জীবন সংগ্রামে অসহায় ও মানবেতর দিন যাপন করতেন। প্রধানমন্ত্রীর উপহার এসব বাড়ি পেয়ে দূর্বীষহ জীবনের ইতি টেনে নতুন জীবনের সঞ্চার হয়েছে। কল্পনাও করেননি এরকম রঙিন টিনের পাকা ঘর পাবেন। যেখানে জীবন কেটেছে অন্য বাড়ির বারান্দায় কিংবা মেঝেতে। আজ উঠেছেন পাকা ঘরে। আকাশ কুসুম কল্পনার বাস্তবায়ন ঘটেছে তাদের। ঘর পেয়ে নিজেদের মতো সাজিয়ে নিচ্ছেন এসব ঘর। নতুন বাড়িতে অনেকেই গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি, সবজি চাষ করে সুন্দর জীবনের গল্প বুনছেন তারা।

সদর ইউনিয়নের তেলিপাড়া গ্রামে আশ্রয়নের ঘর পাওয়া পঞ্চাশোর্ধ্ব বয়সী পারুল জানান, 'খুব কষ্টে ছিলাম ভাই। নিজের কোন ঘর ছিলো না। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতো সুন্দর ঘর দিবে, কখনো কল্পনাও করিনাই। একই কথা বলেন, শালবাহান ইউনিয়নের আলেমা খাতুন ও সালমা। তারা বলেন, আমাগো ইউপি চেয়ারম্যান আশরাফুল সাহেব ইউএনও স্যারের মাধ্যমে ঘর কইরা দিছে। ঘরের সঙ্গে টয়লেট, টিউবওয়েল ও কারেন্ট দিয়েছে। এরকম পাকা ঘর পামু কখনো স্বপ্নেও ভাবিনি। ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই প্রধানমন্ত্রীকে।

উপজেলা চেয়ারম্যান কাজী মাহমুদুর রহমান ডাবলু বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার আমলে শহরের আদলে গ্রাম শহরে রুপান্তরিত হচ্ছে। মুজিববর্ষ উপলক্ষে সারাদেশের মতো তেঁতুলিয়ায় ভূমিহীন ও গৃহহীনদের সুদৃশ্য ঘর নির্মাণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং ২০৪১ সালে উন্নত দেশ গড়ার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। আর নারীর নারীর ক্ষমতায়নে নতুন মাইলফলক সৃষ্টি হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ হাতে দেশ পরিচালনায় আমাদের বাংলাদেশ আরও উন্নয়নশীল দেশে পরিণত হবে। আমরা চেষ্টা করছি, যেসব গৃহহীন ও ভূমিহীনরা ঘর পেয়েছেন, তাদের আত্মকর্মসংস্থান তৈরি পথ সৃষ্টি করণে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করছে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সোহাগ চন্দ্র সাহা বলেন, উপজেলায় তৃতীয় পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রীর মুজিববর্ষে উপহার হিসেবে ৪৫০ ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার ঘর পাচ্ছেন। তৃতীয় ধাপে এসব গৃহহীনকে মালিকানা হস্তান্তর করে বাড়িতে উঠিয়ে দেয়ার সমস্ত কাজ সম্পন্ন করেছি। এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অসহায়দের গৃহহীনদের জন্য ঈদ উপহার। স্থান নির্বাচনের ক্ষেত্রে মানুষের মৌলিক চাহিদা ও কর্মসংস্থানের বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারগুলোর দীর্ঘদিনের দুঃখ-কষ্ট লাঘব হবে। এ পর্যায়ে যারা ঘর পেয়েছেন নতুন বাড়ির সাথে ঈদের আনন্দে উচ্ছশিত হচ্ছেন। আমরা চেষ্টা করেছি, প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর ভালো থাকার নিশ্চয়তা তৈরি করতে। এজন্য সমতলের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদেরও স্থায়ী নিরাপদ ঠিকানা তৈরি করে দেয়া হয়েছে।